

২৫শে মার্চের কাল রাত্রি এবং স্বাধীনতার ঘোষণা

- অজয় রায়

২৫শে মার্চের কাল রাত্রির কথা বাঙালীরা ভুলতে পারবে না কোন দিনই। ১৯৭১ সালের মার্চের সেই অগ্নিবরা দিনগুলিতে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা বাংলাদেশে যে বেসামরিক প্রশাসন আওয়ামী লীগ হাতে তুলে নিয়েছিল তার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব যেন ৭ই মার্চের পর থেকে তাঁর ক্ষেপেই অর্পিত হয়েছিল। অন্যদিকে মধ্য মার্চ থেকে সামরিক জান্তার প্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে শুরু হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা। এরই সাথে চলছিল বাঙালীর স্বাধীনতার সার্বিক শস্ত্র যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি – “গঙ্গা যমুনা মেঘনা – তোমার আমার ঠিকানা”; “বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন করা।” এরই পাশাপাশি পাকিস্তানীদের চলছিল গোপন ষড়যন্ত্র, চলছিল পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আমদানি, আর “অপারেশন সার্চলাইটের গোপন মহরা”। আসন্ন ২৫শে মার্চের ভয়াবহ কাল রাত্রির বিপুলতা আঁচ করতে না পারলেও যে ভয়ানক একটি ঝড় আসন্ন তার পূর্বাভাস যেন পাচ্ছিলাম, পাচ্ছিলাম একটি ভয়ানক গণহত্যার পূর্বাভাস। তাই জেনোসাইডের আশঙ্কা আঁচ করতে পেরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী অনেক বিশ্ব নেতাদের ও ইউ.এন সেক্রেটারি কাছে আমাদের আশঙ্কার কথা জানিয়ে এই জেনোসাইড রোধে আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্ব নেতৃত্ব ও সেক্রেটারি জেনারেল পাকিস্তানীদের দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পারেন নি। ফলে জেনোসাইড রোধে তারা কোন পদক্ষেপ নেন নি। আমাদের দুর্ভাগ্য। ২৪শে মার্চেই আমি ধারণা করেছিলাম যে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা স্থিতাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রবল ঝড় অত্যাশঙ্ক – আমরা সবাই ভেসে যাব খড় কুটার মত। ২৪শে মার্চে বিকেলে ৩২ নং গিয়ে নেতাদের চোখেমুখের ভাষায় আমার ধারণা বঙ্গমূল হল যে আলোচনা ভেঙে গেছে, যদিও কোন পক্ষই তা অনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করে নি। বিদেশী এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব জানালেন যে বল এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কোর্টে। লীগের পক্ষ থেকে সকল কাগজ পত্র, প্রস্তাবনা প্রেসিডেন্টের কাছে দাখিল করা হয়েছে, লীগের আর কিছু করণীয় নেই দেওয়ারও কিছু নেই। বিকেলের মধ্যেই কর্তব্য রত সকল ইপিআর সদস্যদের ফিরিয়ে আনা হল ইপিআর ব্যারাকে পিলখানায়। তাদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হল যে, ‘জয় বাংলা হো গিয়া, ডিউটি দেনে সে কই জরুর নেহি’। তারা বাধ্য শিশুর মত অস্ত্র জমা দিয়ে দিল।

মধ্য রাত থেকেই শুরু হল “অপারেশন সার্চ লাইট” মানব ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা, যার কিছুটা নিজ চোখে দেখেছি ২৬-২৭শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ অবস্থায়। রাত ১০-১০.৩০ এর মধ্যে ৩২ নং বাড়ি খালি হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হাইকমান্ড নেতাদের দিলেন পরামর্শ, কার কী কর্তব্য এবং তার অবর্তমানে কেমন করে চালিয়ে যেতে হবে “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” ছাত্র নেতাদেরও দিলেন প্রয়োজনীয় কর্তব্যকর্মে দিকনির্দেশনা ও কর্মসূচী। ঢাকা শহরে “অপারেশন সার্চ লাইটের” অভিলক্ষ্য ছিল পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় ক্যাম্পাস, নীলক্ষেত রেল লাইনের দুধারের বস্তি বাসিন্দারা, রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম, নিউমার্কেট, ঠাঠারি বাজার, পুরানো ঢাকার হিন্দু এলাকাসমূহ – ফরাসগঞ্জ, বি. কে. দাস লেন, শার্খারী বাজার, তাতী বাজার, ভোলা গিরি আশ্রম, অভয়দাশ লেন, টিকাটুলি, হাটখোলা, আর কে মিশন রোড, গেভারিয়া সাধনা ঔষধালয় ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল স্বাধীকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কেন্দ্র বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং বাড়ি ও গভর্নর হাউজ ইত্যাদি। সংবাদ পত্র অফিসের মধ্যে লক্ষ্য ছিল ‘পিপলস অফিস, ইন্ডেফাক ও সংবাদ।’ একটি সংরক্ষণশীল হিসাবমতে সে রাতে পাকিস্তানীরা কম পক্ষে ১০ হাজারের মত নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করেছিল। তাদের নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী রাজার বাজার পুলিশ স্টেশনে তারা হত্যা করেছে ৫ শতাধিক পুলিশ যোদ্ধা আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শেষ করেছে ৩ শতাধিক নিরীহ ছাত্র। অপারেশনে নিয়োজিত সেনাপতিরা দর্পভরে হেড কোয়ার্টারে জানাচ্ছে তারা গ্রেপ্তার বা বন্দী করায় বিশ্বাসী নয়, তারা একটি কাজেই পারদর্শী তা হল হত্যা।

২৫শে মার্চের মধ্য রাত্রি যেমন পাক সামরিক জান্তার গণহত্যার শুরু, তেমনি ঐ মধ্য রাতের মুহূর্ত থেকেই আমাদের নয়মাস ব্যাপী প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। রাত ১২-৩০ পর্যন্ত ৩২নং বাড়ির টেলিসংযোগ ছিল, এর খানিক পরেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় ধীরে ধীরে সকল নেতা চলে গেলেন। কেবল রয়ে গেলেন শেখ সাহেবের বিশ্বস্ত সহচর ও শুভানুধ্যায়ী জনাব হাজী গোলাম মোর্শেদ সেই কালো রাত্রিতে ৩২নং রোডের বাসায় বঙ্গবন্ধুর কি ঘটল তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে। তিনি পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার বরণ করেন ১-৩০ এর পরে। জনাব মোর্শেদ জানান যে ১২-৩০ বা সামান্য পরে জনাব মওদুদ হলেন শেষ ব্যক্তি যার ফোন তিনি রিসিভ

করেছিলেন। ব্যরিস্টার মওদুদ আহমেদ রাত ১২-৩০ পর্যন্ত টেলিযোগাযোগ করতে পেরেছিলেন ৩২ নং এর সাথে, কিন্তু ১২-৩০ এর পর আর সংযোগ পান নি। এ প্রসঙ্গে জনাব মওদুদের বক্তব্য ছিলঃ

রাত প্রায় ১২টার দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ৬০ খানা আর্মড কার, ভারী মেশিনগান সজ্জিত জীপ, ট্যাঙ্কের একটি বহর, প্রেসিডেন্ট হাউজ (পুরানো গণভবন) থেকে বের হয়ে ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নেয় এবং শাহবাগ এভিনিউ থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকে। প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে আমি হোটেল কক্ষ থেকে জননেতার (বঙ্গবন্ধুর) বাসায় টেলিফোন করি। হাজী মোর্শেদ টেলিফোনটি রিসিভ করেন। আমি তাকে আমার আশঙ্কার কথা বলি যে, সামরিক বাহিনী তাঁর বাসভবনে হামলা চালাতে পারে, তাই তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে বলি, ১২-৩০টায় আবারো ফোন করলে এবারও হাজী মোর্শেদ ফোন ধরলেন। শেখ মুজিবকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে হাজী মোর্শেদ প্রায় একটি শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমরা তাঁর পায়ে ধরে বার বার বাড়ি থেকে সরে যেতে বলেছি। কিন্তু তিনি যাবেন না। তাঁকে নিয়ে কি করা হয় তা তিনি দেখতে চান'। ১-৩০ মিঃ সময় আবার যখন টেলিফোন করি তখন ফোন আর কেউ ধরে নি, বুঝতে পারলাম যে ফোনের সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। আন্দাজ করলাম যে, রাত ১টা থেকে ১-৩০ মিঃ এর মধ্যে তারা শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করেছে নিশ্চয়ই। (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, মওদুদ আহমেদ, ইন্ডেফাক, ১০-১২-৯৫)।

ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধু খার আশু কর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, যখনই জানতে পারলেন যে পাকিস্তানী সেনা বাহিনী পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করেছে। এই চরম সিদ্ধান্ত হলঃ 'ইউ ডি আই' অর্থাৎ 'unilateral declaration of independence' বা একতরাফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা। বারটা বাজার পরপরই শেখ মুজিব তুলে নিলেন পূর্বনির্ধারিত একটি টেলিফোন, আগে থেকে ব্যবস্থা করা সেন্ট্রাল 'টি এন্ড টি' অপিসের এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে পৌঁছে দিলেন স্বাধীনতার বানী যে বানী নানা মাধ্যমে সে রাতেই বা পরদিন প্রত্যুষে চট্টগ্রামসহ পৌঁছে গেল বাংলার আনাচে কানাচে- জনগণের কাছে - নেতানেতাদের কাছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঐ বন্ধুটি টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র অতি বিশ্বস্ততার সাথে 'টি এন্ড টি' যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত এই স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপঃ

Declaration of War of Independence

Pak army suddenly attacked EPR base at Pikhana and Rajarbag Police line killing citizens. Street battles are going on in every streets of Dacca, Chittagong. I appeal to the nation of the world for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, EPR, Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight, no compromise, victory is ours. Drive out the enemies from the holy soil of the motherland. Convey this message to all Awami league leaders, workers and other patriots and lovers of freedom.

May Allah, bless you.

Joy Bangla

Sheikh Mujibur Rahman

(সূত্র: হাসান হাফিজুর সম্পাদিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ৩য় খণ্ড- -পুরাতন সংস্করণ)

২৬শে মার্চের পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিগ্রাফ অফিসে এবং বিভিন্ন ওয়ারলেস রিসিভিং স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণাটি ধরা পড়েছে। (এই মেসেজটি গণভবনে রক্ষিত ছিল সেদিন পর্যন্ত। ওয়ারলেসের মাধ্যমে যাদের সহায়তায় বাণীটি ধৃত ও বহির্বিশ্বে প্রেরিত হয়েছিল তাদের নামও সংরক্ষিত ছিল এভাবে- 1.

Management brand, guided by- A.K.S.M.A Hakim, AEW. 2. Received and Transmitted by- Md. Jalal Ahmed (TTR), ESW. 3. Aided by – Julhas Uddin, Ex EPR, TTR. 4. Aided by – Shafiul Islam, ESW. 5. Aided by – M.V. Abul Kashem Khan, TTR. 6. Aided by – Abul Fazal, Cashier.

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বঙ্গবন্ধুর নামে বস্তুত স্বাধীনতা-ঘোষণার দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়। প্রথম ভাষ্যটি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলের ৩য় খণ্ডে (পুরাতন সংস্করণ) রক্ষিত হয়েছে। ঘোষণাটি নিম্নরূপঃ

” This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

--- Sheikh Mujibur Rahman.”

এই ঘোষণাটিকে আমরা বঙ্গবন্ধুর ১ম ঘোষণা বলে চিহ্নিত করব, আর আগের মেসেজটিকে ২য় ঘোষণা বলে উল্লেখ করব। উদ্ধৃত দুটি ঘোষণার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয় পাঠকের কাছে ধরা পড়বে। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে এখানে অর্থাৎ ১ম ঘোষণাটিতে, ২৫শে মার্চের রাতের পাকিস্তানী বাহিনীর ঢাকার ওপর আক্রমণ বা গণহত্যার কোন প্রসঙ্গ নেই, প্রসঙ্গ নেই পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণের কথা। বলা হয়েছে ‘এটি হয়তো আমার শেষ বাণী, আজ থেকে বাংলা দেশ স্বাধীন’। ঘোষণাটি সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি, আর সেজন্যই এর বিশ্বাসযোগ্যতা বেশী। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাটি ২৫শে মার্চের কাল রাত্রির পূর্বেই বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের এক বা একাধিক ওয়ারলেস ট্রান্সমিশন যন্ত্র ব্যবহার করে সম্প্রচারিত হয়েছিল ২৫শে মার্চের রাতে গণহত্যা শুরু হওয়ার পরপরই। ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত এবং শেখ সাহেবের নির্দেশেই যে বাস্তবায়িত হয়েছিল -- এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২৬শে মার্চের পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিগ্রাফ অফিসে এবং বিভিন্ন ওয়ারলেস রিসিভিং স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর নামে আর একটি স্বাধীনতার ঘোষণা (২য় বার্তাটি) ধরা পড়েছে। এটির ভাষ্য তাৎপর্যময়ভাবে ভিন্নতর। সামান্য তারতম্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রেরিত ঘোষণাটি মোটামুটি একই রকম, যা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

প্রথমে বলি রাখি স্বাধীনতার এই ঘোষণাটি কোথায় ধরা পড়েছিল। এটি চট্টগ্রামের সলিমপুর (কোস্টাল) ওয়ারলেস স্টেশনে ধরা পড়ে। উপরে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ চট্টগ্রামের বিভিন্ন ওয়ারলেস স্টেশনের কর্মচারী ছিলেন। এরাই সেসময় বাণীটির গুরুত্ব অনুধাবন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে প্রেরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

প্রথমত কোলকাতায় কোষ্টাল রেডিও স্টেশনে (VWC) এই বাণীটি ধরা পড়ে, যার ভিত্তিতে বার্তাসংস্থা ইউ.এন.আই’র বরাত দিয়ে বিখ্যাত স্টেটসম্যান পত্রিকা শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার সংবাদ সেদিন পরিবেশন করেছিল (২৭শে মার্চ, ১৯৭১)।

Bangladesh Declares Freedom: Rahman’s step follows Army crackdown:

Pakistan’s Eastern wing rechristened the independent state of Bangladesh by Sheikh Mujibur Rahman in a clandestine radio broadcast Speaking over Swadhin Bangla (free Bengal) Betar Kendra. Mr. Rahman later proclaimed the birth of an independent Bangladesh. Mr. Rahman Said: “Pakistan armed forces suddenly attacked the East Pakistan Rifles base of Pikhana and Rajarbagh police station in Dacca at zero hours on March 26, killing a number of unarmed people. Fierce fighting is going on with East Pakistan Rifles at Dacca; people are fighting

gallantly with the enemy for the cause of freedom of Bangladesh. Every section of the people of Bangladesh asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh. May Allah bless you and help you in your struggle for freedom from the enemy. Jai Bangla.” Statesman, 27. 03. 71; also see Bangladesh Documents, Published by Govt. of India, Vol 1, p 283)

দ্বিতীয়ত ২৫শে মার্চের কাল রাত্রির অন্ধকারে পাকিস্তানীরা গণহত্যা শুরু করলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। টাঙ্গাইলেও জনাব লতিফ সিদ্দিকী ও কাদের সিদ্দিকী এবং স্থানীয় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গড়ে উঠে প্রতিরোধ। গড়ে ওঠে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি দুর্ধর্ষ সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী কালক্রমে। ২৬শে মার্চ দুপুরে টাঙ্গাইল ওয়ারলেস কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী ধরা পড়েছিল, যা কাদের সিদ্দিকী রচিত ‘স্বাধীনতা ৭১’ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে, যা গণভবনে রক্ষিত মেসেজটির প্রায় অনুরূপ (স্বাধীনতা ‘৭১, ১ম খণ্ড, কাদের সিদ্দিকী, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ ১৮)। বাহুল্য বোধে তা উদ্ধৃত করা হল না।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার এই দুটি বাণীর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতা নিয়ে অনেকের সাথে বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে ১৪ই জুলাই জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা-ঘোষণাকে ব্যঙ্গ করে দুটি মন্তব্য করেছিলেন :

- * জিয়া উর রহমানই ২৫শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে বাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন।
- * ২৫শে মার্চ শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হলে ২৬শে মার্চের ঘোষণা এল কোথেকে ?

বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। আমরা যারা সে সময় অর্থাৎ ২৫শে মার্চে ঢাকায় ছিলাম তাঁরা জানি সেদিন সকাল থেকেই এক টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল, সবার মনেই জিজ্ঞাসা কি হয়, কি হয়। অনেকেরই ধারণা সামরিক জাঙ্গা আওয়ামী লীগের প্রস্তাব মেনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি ঘোষণা দিতে পারেন। আমার ধারণা ছিল সামরিক জাঙ্গা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ প্রস্তাবনা বা ফর্মুলা মানবে না, এবং অনেকের সাথে আমারও বিশ্বাস ছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তার আসল চেহারা নিয়ে বাঁপিয়ে পড়বে। তবে তার মাত্রাটি যে গণহত্যার আকারে প্রকাশ পাবে তা ভাবতে পারিনি। ২৫শে মার্চের বিভীষিকার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে, তাই তা বর্ণনায় যাব না। এখন প্রশ্ন হল শেখ সাহেব ঠিক কোন সময়ে বন্দী হলেন, এবং কোন মুহূর্তে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, অর্থাৎ স্বাধীনতা-ঘোষণা দানের সময় কি তিনি পেয়েছিলেন। প্রশ্নটি গুরুতর। ২৫শে রাতে বঙ্গবন্ধু অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে তাজউদ্দিন সহ আওয়ামী লীগের সকল শীর্ষ নেতাকে আত্মগোপন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদায় দেন রাত ১১-১২ টার মধ্যে। নেতাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও নিজে আত্মগোপন করতে রাজী হন নি- কেন হন নি, এর পশ্চাতে তাঁর কি চিন্তাধারা কাজ করছিল- তাঁর সিদ্ধান্ত যৌক্তিক কি অবাস্তব সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। এখন এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে বঙ্গবন্ধুকে ২৫শে মার্চের গভীর রাতে দেড়টার পরে (অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বা ব্রাহ্ম মুহূর্তে) পাকিস্তানীরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সুতরাং সময়ের বিচারে বঙ্গবন্ধু যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন তাঁর যথাকর্তব্য নির্ধারণে- যদি অবশ্য কিছুটা পূর্বপ্রস্তুতি থেকে থাকে। পাঠকের মনে রাখা উচিত যে সেই অসম্ভব রকম ক্রান্তিলগ্নে সাহায্য করার মত কেউ ছিল না, তাঁকেই একক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর রাতে শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার বিরল অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছিল- আমি কেবল একজনের কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি ‘ভাষানী যখন ইউরোপে’ খ্যাত লেখক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, বঙ্গবন্ধুর নিকট বন্ধুদের একজন, - তাঁর অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

২৫শে মার্চের কালো রাত্রি। রাত সাড়ে আটটা-নয়টা নাগাদ। বৈঠক ঘরে তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কর্ণেল ওসমানী, ড. কামাল হোসেন, আবদুল মান্নান, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঘরে জায়গা নেই। বঙ্গবন্ধু পাশের বাথরুমে এক একজন নেতাকে ডেকে নিচ্ছেন। কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলে বিদায় দিচ্ছেন। আমার যখন ডাক পড়লো, তিনি বললেন- আজ রাতেই ইন্দোনেশিয়ার মত সেই হত্যাকাণ্ড- হতে চলেছে বাংলাদেশে। দেশবাসীকে জানাও সেকথা। আর তুমি আভার গ্রাউন্ডে চলে যাও। ... প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা কর। ... যদি পাক বাহিনী আক্রমণ করে বসে তবে নির্দেশ পাঠিয়েছি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। তৈরী থেকো মুক্তিযুদ্ধের জন্য, মরণপন সংগ্রামের জন্য। যে জাতি রক্ত দিতে জানে তার মৃত্যু নেই। জয় আমাদের নিশ্চিত। (মুজিববাদ, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, পৃ ৫৭৭)

নিজ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁকে জানান যে তিনি দেশবাসীকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রেখে আত্মগোপনে যাবেন না, তার চেয়ে 'মৃত্যুই আমার শ্রেয়'। গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশের মাটি থেকে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য জীবনকে বাজী রেখে রয়ে গেলেন ৩২ নং রোডের নিজ ভবনে। আমরা শেখ সাহেবের বিশ্বস্ত সহচর ও শুভানুধ্যায়ী জনাব হাজী গোলাম মোর্শেদের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যিনি সেই ভয়ঙ্কর রাতে শেখ সাহেব বন্দী হওয়া অবধি তার সাথে ছিলেন, যিনি জানিয়েছেন যে শেখ সাহেব রাত ১-৩০ এ গ্রেপ্তার হন পাক সেনাদের হাতে। তিনি আরও জানান যে ব্যারিস্টার মওদুদই ছিলেন শেষ ব্যক্তি যিনি ৩২ নং এ ফোন করেছিলেন রাত সাড়ে বারটার পরেও, তার উদ্ধৃতিও আমরা পূর্বে দিয়েছি।

সুতরাং বেগম খালেদার অভিযোগ ধোপে ঢেকে না যে, বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের রাতে গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় তাঁর ইচ্ছে থাকলেও স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। জিয়া পত্নীর দ্বিতীয় আবিষ্কার যে জেনারেল জিয়াই ২৫শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছেন। এখানে আমরা সে সময়কার জিয়ার ভূমিকার প্রশ্নে আসব না- কারণ তখনকার তাঁর ভূমিকার কথা মোটামুট সকলেরই অল্প বিস্তার জানা। শুধু এটুকু বলব স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের মূখ্য ব্যক্তি বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াকে পটিয়া থানা থেকে নিয়ে এসেছিলেন কেন্দ্রটির পাহারার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। তখনই বেলাল তাঁকে একটি বিবৃতি দিতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এটি ঘটেছিল ২৭শে মার্চের সন্ধ্যায়। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন :

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে	স্বাধীন বাংলা বেতার প্রচারিত অনুষ্ঠান	১৭ মার্চ
মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক	মালার টেপেরেকর্ড, ২৭ মার্চ, ১৯৭১;	১৯৭১।
স্বাধীনতার ঘোষণা।*	দি স্টেটসম্যান, দিল্লী, ২৭ মার্চ, ১৯৭১।	

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I Major Zia, Provincial Commander in Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world.

* মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চেও স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।

এখানে একটি কথা বলা ভাল যে জিয়ার উচ্চারণ " We revolt " এর পর ব্যারাকে ফিরে তিনি ২৬শে মার্চের ১ম প্রহরে (বা বাংলা মতে ২৫শে মার্চের গভীর রাতে) ব্যাটেলিয়নে সমবেত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান 'যার যা আছে নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে' পড়তে।

এটিও জিয়ার কোন একক কৃতিত্ব নয়। যেখানেই বাঙালী সেনাপতিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তারা সবাই অধিনস্ত সেনাদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমরা দু'জন সেনাপতির আহ্বানের কথা উল্লেখ করছি নমুনা স্বরূপ।

(ক) : আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আর এক মহানায়ক লে. জে. খালেদ মোশাররফ সে সময় বিদ্রোহকালে বলেছিলেন, "আমাদের স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যেকেই ছিলাম 'স্বাধীনতার ঘোষক'।" কথাটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। তিনি আরও বলেছিলেন,

যদিও কোন রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না, ... আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম, আমি এই মুহূর্তে স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সব সৈনিকদের বলে দাও, আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের অনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। সব সৈনিকদের তৈরী হতে বল।" খালেদ আরও লিখেছেন, "আমি বঙ্গ শাহদুলদের শ্লোগান শুনলাম 'জয় বাংলা'। ... আমি তাদেরকে প্রথমে শান্ত করলাম, এবং বুঝিয়ে দিলাম আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হল সেটা কঠিন এবং বিপদ সংকুল। ... ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭শে মার্চ।" (আমিই খালেদ মোশাররফ, ১৯৯০)।

(খ) : আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের উষালগ্নে চট্টগ্রাম প্রতিরোধ যুদ্ধের এক অসীম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ক্যাপ্টেন এম. এস. এ. ভূঁইয়া। ২৬শে মার্চের সেই ক্রান্তি লগ্নে তিনি তাঁর অধিনস্ত জওয়ানদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা স্বাধীনতা ঘোষণার সামিলঃ

শত্রুর মোকাবেলায় অগ্রসর হওয়ার আগে সাধারণ সৈনিকদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা ব্যখ্যা দেওয়া আবশ্যিক মনে করলাম। একটা খোলা ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে পুলিশ, ই.পি.আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ছয় শতাধিক সৈনিকদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে বললাম :

বাঙালী ভাইয়েরা আমার, বাঙালী জাতি আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন। ইয়াহিয়া সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পশ্চিমা সৈনিকেরা গতকাল রাতের অন্ধকারে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে। তারা বাঙালীর রক্তে সেখানে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিয়েছে। ... পশ্চিমাদের এ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ... এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব আমাদের দিতে হবে।

আমরা আজ স্বাধীন। ... বাংলার স্বাধীনতা রাখতে হলে পশ্চিমা হানাদারদের বিতারিত করতে হবে। (মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, মেজর এম. এস. এ. ভূঁইয়া, ১৯৭২)।

বস্তুত এ ধরনের আহ্বান বাংলাদেশে সর্বত্র যেখানেই স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে উঠেছে সেখানেই সেনানীরা বা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ ধরনের যুদ্ধে 'ঝাপিয়ে পড়ার' আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এই আহ্বানগুলোর কোনটাকেই স্বাধীনতার ঘোষণা বলে আখ্যায়িত করা যায় না। সে ক্ষমতাও জনগণ তাদের দেয় নি। সেদিন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণার একমাত্র অধিকার ছিল বাংলার জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের। আর সে ঐতিহাসিক কর্তব্য ও দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন।

এখন দেখা যাক বঙ্গবন্ধুর নামে প্রেরিত যে দুটি স্বাধীনতার ঘোষণার (message) কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রামাণ্যতা কি ?

প্রথমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দু'একটির কথা বলি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগরতলায় আমার এক ছাত্রের সাথে দেখা, ও নোয়াখালী থেকে পালিয়ে এসেছিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবে বলে। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ও আমাকে জানায় যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা আওয়ামী লীগের কর্মী ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের বিলি করা একটি লিফলেট বা হ্যান্ডবিল থেকে জানতে পারে। ও জানতে পেরেছে যে স্থানীয় টি.এন্ড.টি বিভাগের কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুর নামে আসা একটি স্বাধীনতার বাণী রিসিভ করেছে ২৬শে মার্চ তারিখে-- যেটি ওরা স্থানীয় আওয়ামী নেতাদের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি আমি শুনেছি রসায়ন বিভাগের আমার এক সহকর্মীর কাছ থেকে স্বাধীনতার পরপরই- যখন আমরা ৯ মাসের অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করছিলাম। তখন মধ্যমার্চে (১৯৭১) অসহযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় উনি সক্রিয় কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলেন। ২৫শে মার্চের রাতে, কোন কিছু না জেনেই, ট্রেন যোগে কিশোরগঞ্জ থেকে ভৈরবের পথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে (২৬শে মার্চ) কুলিয়ারচর স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছালে যাত্রীরা

জানতে পারে যে ঢাকায় ভয়ানক গোলমাল হওয়ায় ট্রেন আর যাবে না। তিনি অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সাথে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে আশ্রয় নেন। স্টেশন মাস্টার তাঁকে (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জানতে পেরে) বেশ খাতির যত্ন করেন। স্টেশনে রেল কর্মচারী ও জনগনের মধ্যে আশঙ্কা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। এমতাবস্থায়, দুপুর ১২টার দিকে হঠাৎ করে স্টেশন মাস্টার হস্তদস্ত হয়ে ছুটে আসেন হাতে একটি কাগজ নিয়ে। হাফাতে হাফাতে বললেন ‘বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন’। তিনি রুদ্ধশ্বাসে জানালেন যে ঢাকায় মিলিটারি নেমেছে- ব্যপক প্রাণহানি হচ্ছে। আর সুখবর হল যে তিনি এইমাত্র একটি মেসেজ তার টেলি-সিসটেমে রিসিভ করেছেন যেখানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলা হয়েছে। তিনি মেসেজটি সবাইকে পড়ে শোনালেন। মুহূর্তে আনন্দের সুবাস বইতে শুরু করল- অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কেটে গেল। স্টেশন মাস্টার দ্রুত চলে গেলেন এই বলে যে বার্তাটি স্থানীয় নেতাদের জানাতে হবে, এবং টরেটেকা দিয়ে অন্যত্র পাঠাতে হবে।

আমার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি ২৫-২৬শে মার্চ আমরা ফুলার রোড এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসে গৃহবন্দী। চারদিকে হত্যালালা চলছে- আগুন আর বারুদের গন্ধ মেশান বাতাস। বাংলা মতে ২৬শে মার্চের গভীর রাতে অর্থাৎ ২৭শে মার্চের প্রথম প্রহর থেকে আমার বেতারটির উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিদেশের বিভিন্ন স্টেশন ধরার চেষ্টা করছি বাংলাদেশের খবর পেতে। হঠাৎ করেই সকাল ৩টার দিকে রেডিও অস্ট্রেলিয়া ধরে ফেললাম- ওরা খবরে বন্ড যে ‘বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনারা ঢাকায় স্বাধীনতাকামীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, পথে পথে যুদ্ধ চলছে; বিদ্রোহী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।’

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই শেখ সাহেবের স্বাধীনতার বার্তা শুধু চট্টগ্রামে প্রেরিত এবং গৃহীত হয় নি - বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উপরে দুটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের (নোয়াখালী এবং কিশোরগঞ্জ) কথা বলেছি, আরও দুটির কথা বলি।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবীন বামপন্থী রাজনীতিবিদ নির্মল সেন বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের ও জিয়ার ২৭শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এ সময় তিনি গোপালগঞ্জে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

বিতর্ক শুরু হল স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন-- শেখ মুজিবুর রহমান না মেজর জিয়া ? অনেকে বলতে থাকলেন শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতাই চান নি। তাই তিনি সাতই মার্চের ঘোষণার পরেও ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করছেন। তিনি যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন আত্মসমর্পণই তাদের অনিবার্য পরিণতি। ঘটনাগুলি আমি দেখতে চাই ভিন্নভাবে। আমি মনে করি একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মেজর জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ। কিন্তু এর বেশী কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এ ছাড়াও একটি ঘোষণা ২৬শে মার্চ রাতে শেখ সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফৎ। ঘোষণাটি ২৬শে মার্চ আমাদের থানার ডাকঘরে এসেছিল। আহবান এসেছিল শেখ মুজিবুরের নামেই। আমি নিজের চোখে সে ঘোষণা দেখেছি। এ ব্যাপারে কারো ধার করা কথা বা তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে রাজি নই। আমি জিয়াউর রহমানের অমর্যাদা করতে চাই না। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের তাঁর সীমাবদ্ধতার ও তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। (মা জন্মভূমি, নির্মল সেন, রায়মন পাবলিশার্স, ১৯৯৫, পৃ ৫১-৫২)

নির্মল সেন বঙ্গবন্ধুর ১নং না ২নং ঘোষণাটি গোপালগঞ্জ থানায় দেখেছিলেন তা অবশ্য উপর্যুক্ত লেখা থেকে স্পষ্ট নয়।

শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বর্তমানে আওয়ামী লীগের একজন বড় নেতা, ১৯৭১ সালে ছিলেন ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক সংসদ সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর নির্বাচন এলাকা সিলেটে ছিলেন। সেই সুদূর এলাকাতেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর কাছে ২৬শে মার্চ সকালে টেলিগ্রামের মারফত। আমরা শ্রী সেনগুপ্তের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটি এখানে তুলে ধরছি :

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে আমি সিলেটে আমার নির্বাচনী এলাকায় ছিলাম। ২৬শে মার্চ ’৭১ আমি একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামের প্রেরকের ঠিকানায় শেখ মুজিবুরের নাম ছিল। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্রই আমি জনসভা করলাম। টেলিগ্রামখানা ছিল ইংরেজীতে। এর ছবছ ভাষা আর স্মৃতি থেকে বলা সম্ভব নয়। তবে এতে যা ছিল তার অর্থ এই দাঁড়ায় : ‘আমরা আক্রান্ত। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। তোমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত কর।’ (শামসুল হুদা চৌধুরীর কর্তৃক সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, একান্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮২)

ভাষা দেখে অনুমান করা চলে যে, শ্রী সেনগুপ্ত বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় মেসেজটি পেয়েছিলেন। আর একটি উদাহরণ। বঙ্গবন্ধুর ২নং মেসেজটি সিরাজগঞ্জ ওয়ারলেস স্টেশনেও ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবু সাইয়িদ এভাবে স্মৃতিচারণ করেছেনঃ

২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় কি ঘটেছে জানি না। সকালে ঢাকা বেতারের ভিন্ন কণ্ঠ। উর্দু কথা শুনে মনে হল ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। বুঝলাম অসহযোগ আন্দোলন নেই। সশস্ত্র লড়াই অত্যাসন্ন। থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে এলাম। দুপুরে সিরাজগঞ্জ ওয়ারলেস স্টেশন থেকে পাঠান চিঠিসহ পিওন এল। তাতে লেখা ছিল 'পাকিস্তান সেনা বাহিনী অভ্যর্থিত পিলখানা ই.পি.আর ঘাটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। ... (মেঘের আড়ালে সূর্য, আবু সাইয়িদ, পৃ ৮-৯)

আমরা এখন জানি যে শেখ সাহেবের দ্বিতীয় স্বাধীনতার ঘোষণাটি চট্টগ্রামের সলিমপুর (কোস্টাল) ওয়ারলেস স্টেশনে ধরা পড়ে এবং ঐ স্টেশন থেকেই কর্মচারীরা বাণীটি দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রেরণ করে। আমরা ঐ স্টেশনের তখনকার একজন কর্মকর্তা টি. টি জনাব জালাল আহমদের সাক্ষ্য উপস্থিত করছি। তিনি ২৬. ০৪. ৭৩ তারিখে তৎকালীন টি এন্ড টি'র ডাইরেক্টরের বরাবরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার বাণীটি তাঁরা কিভাবে প্রচার করেছিলেন তা জানিয়ে একটি আবেদনে উল্লেখ করেছিলেনঃ

That when on 25th /26th March '71, the brutal forces of Pakistan attacked and attempted to vanish the Bengali Nationalism from the history. Mr. Jhulashuddin T.T.R and I were on duty by night in International Shipping Channel in costal station Chillimpur, Chittagong. Just at night, I received a message of Freedom Declaration originated by Bangabandhu "The father of the Nation" addressed to the people of the Bangladesh and to the people of the world etc.

I and Mr. Jhulashuddin T.T.R in close cooperation and easily reminded the historic call of Bangabandhu in Surhwardi Maidan on 7th March 1971 and decided, finally kept the word of honour of Bangabandhu having transmitted the freedom declaration to all ship at sea internationally on SOS system for world information and specially to Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister of India directly on 500/484 Kc/s through Calcutta Coastal Radio Station (WVC) for immediate help to Bangladesh. (26/4/73)

জনাব জালাল আহমদ বেশ বিশদভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে তারা বঙ্গবন্ধুর বাণী ২৬শে মার্চ তারিখে রিসিভ করছিলেন এবং বর্হির্বিশ্বে বঙ্গোপসাগরে বর্হিসমুদ্রে নোঙর করা জাহাজের মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন। জনাব জালাল আহমদ ও তাঁর সহকর্মীদের বক্তব্যকে মিথ্যা বলার উপায় নেই। তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরাও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন- বাহ্যিক বোধে তার উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। এরকম একটি সূত্র থেকেই হয়তো রেডিও অস্ট্রেলিয়া শেখ সাহেবের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচার করেছিলেন, যেটি আমি ২৭শে মার্চ সকাল ৩টার দিকে শুনেছিলাম।

এবার আমরা বঙ্গবন্ধুর ১নং মেসেজটির দিকে দৃকপাত করতে চাই- যেখানে পাকিস্তানীদের পিলখানা বা রাজারবাগ আক্রমণের কথা নেই। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে এটি সম্ভবত আগেকার রেকর্ডতৃত মেসেজ- হয়তো আগেই রেকর্ড করা হয়েছিল পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে। এখন দেখা যাক এ ধরণের মেসেজ কোথায় ধরা পড়ল। আমাদের হাতে এখন প্রমাণ আছে যে এই মেসেজটি চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ওয়ারলেস স্টেশনে গৃহীত হয় ২৬শে মার্চের প্রত্যুষে। চট্টগ্রাম শহরস্থ নন্দনকানন ওয়ারলেস অফিসে তৎকালীন কর্মরত অফিসার ও টি এন্ড টি স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের মহাসচিব জনাব মাহতাব উদ্দিনের দেয়া সাক্ষ্য জানা যায় যে চট্টগ্রামস্থ বিভিন্ন ওয়ারলেস কেন্দ্র পরস্পরের মধ্যে, চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের প্রধান নেতৃবৃন্দের সাথে, বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন মবিন প্রমুখ এবং ই.পি.আর'এর ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে যোগাযোগ রাখত- কোন গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ বা খবর এলেই পৌঁছে দিত। তাঁরাও 'বিভিন্ন সময়ে লিয়াজো মেইনটেনন করতেন'। সে সময় তাঁর বড় ভাই জনাব নুরুল আমিন ছিলেন ফৌজদার স্টেশনের সুপারভাইজার- ২৫শে মার্চের কাল রাত্রিতে তিনি সেখানে ছিলেন ডিউটিরত, আর তিনি নিজে ছিলেন নন্দন কানন কেন্দ্রে। জনাব আমিন শেষ রাতে (২৬শে মার্চ প্রত্যুষে) ঢাকার মগবাজার ওয়ারলেস অফিস থেকে ইংরেজীতে একটি 'মেসেজ' পান যার কথা ছিল মোটামুটি এরকমঃ

This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Sheikh Mujibur Rahman.

পাঠক, এই বাণীটির সাথে পুরাতন স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র-৩য় খণ্ডে উৎকলিত বাণীর সাথে মিলিয়ে দেখুন। জনাব আমিন বার্তাটি সাথে সাথে (২৬শে মার্চের ভোর বেলা) নন্দন কানন কেন্দ্রে প্রেরণ করেন এবং সেখানে ডিইটিরত তাঁর ছোট ভাই জনাব মাহতাব উদ্দিনকে নির্দেশ দেন যেন তিনি 'টি এন্ড টি-স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের' মহাসচিব হিসেবে সারা বাংলাদেশের জেলা ওয়ারলেস কেন্দ্রগুলোতে মেসেজটি দ্রুত পাঠিয়ে দেন। এর পরবর্তী ঘটনা হল- জনাব মাহতাব উদ্দিন সাথে সাথে মেসেজটি কপি করে চট্টগ্রামের পূর্বোন্নিখিত নেতৃবৃন্দ ও সামরিক নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন। খবর পেয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মেসেজটির কপি নিয়ে যায়। সেই উদ্বেলিত মুহূর্তটির অনুভূতির কথা জনাব মাহতাব উদ্দিনকে জবানীতেই শোনা যাক,

স্বাধীনতা ঘোষণা ওয়ারলেস মেসেজ চট্টগ্রামের নন্দনকানন অফিসে আসা মাত্র সবাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আমি সহ আমার সহকর্মী জনাব ফজলুল হক মজুমদার ও অন্যান্যরা বাড়ের বেগে কাজ করতে থাকি। চট্টগ্রামের সকল আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্টের বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের জানাতে জানাতে ভোর হয়ে যায়। ... ফলে বাংলাদেশের সকল ডিস্ট্রিক্ট ওয়ারলেস অফিসে মেসেজ দিতে দিতে ২৬শে মার্চের দুপুর পর্যন্ত হয়ে যায়।

জনাব মাহতাব উদ্দিন খেদ করে বলেছেন যে তাদের এই কাজের কেউ কোনদিন স্বীকৃতি দেয় নি। তিনি বলেছেন,

স্বাধীনতার মেসেজটি ঢাকা ওয়ারলেস (মগবাজার) অফিস থেকে পাবার পরপরই ঢাকা ওয়ারলেস বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় পাক আর্মি তা দখল করে ফেলে। কিন্তু আমরা সারা জাতির পক্ষে সে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করি। সারাদেশে আমাদের নন্দনকানন অফিস থেকেই স্বাধীনতার মহান ঘোষণার মহান বার্তাটি পৌঁছে দেবার প্রথম ও গৌরব আমাদের। (জনাব মাহতাব উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম (২য় সংস্করণ), মুসা সাদিক, ১৯৯৫)

অতি অপ্রিয় সত্যভাষণ। সেদিন সারা দেশের পোস্ট-টেলিগ্রাম-টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের ও ওয়ারলেসের হাজার হাজার নাম না জানা কর্মীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার তুলনা হয় না। সেদিন একটি নাম, একটি শব্দ এই প্রেরণার উৎস ছিল-- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' আর 'বাংলাদেশ', না আর কেউ নয়। খালেদা জিয়ার বি.এন.পি' অন্ধ অনুসারীদের ইতিহাসের এই কথাগুলো জানতে হবে, শুধু 'একশন, একশন- ডাইরেক্ট একশন' বলে প্রতিপক্ষকে ধমকালে চলবে না।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম স্বাধীনতার বাণীটি ২৫শে মার্চ গতে সোয়া একটায় (অর্থাৎ 26th March 1-15 a.m.) চুয়াডাঙ্গার ই.পি.আর ওয়ারলেস স্টেশনে গৃহীত হয়। জনৈক ই.পি.আর জোয়ান বার্তাটি সাথে সাথেই মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ডের উপপ্রধান উপদেষ্টা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইউনুস আলীর কাছে পৌঁছে দেন। এ প্রসঙ্গে জনাব আলী বলেছেন,

২৫শে মার্চ দিনগত রাত ২টা হবে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলতেই খাকি পোষাক পরিহিত একজনকে দেখে চমকে উঠলাম। আগন্তুক বললো, ভয় নেই, এই নিন বার্তা। রাত সোয়া একটায় ই.পি.আর-এর ওয়ারলেস-এ ধরা পড়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চিরকুটটি হাতে নিয়ে পড়লাম : This may be my last message, from today Bangladesh is independent. ... etc. etc. (মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার অবদান, মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা, ইউনুস আলী, পৃ ১৭)।

দেখা যাচ্ছে যে ওয়ারলেস স্টেশন থেকেই বাণীটি সম্প্রচারিত হোক না কেন বেশ বিশ্বস্ততার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আমরা আরও দেখছি যে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বাণীটি ঢাকা মগবাজার ওয়ারলেস স্টেশন থেকে প্রেরিত হয় এবং তা চট্টগ্রামের সলিমপুর কোষ্টাল স্টেশনসহ হয়তো (টঙ্গাইল) বাংলাদেশের অন্যত্রও ধরা পড়ে। সলিমপুর স্টেশনটি বর্হিবিশ্বে ও দেশের অভ্যন্তরে ২য় বার্তাটি প্রেরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে চট্টগ্রামস্থ নন্দনকানন ওয়ারলেস কেন্দ্রটি ১ম বার্তাটি দেশের

অভ্যন্তরে প্রচারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এছাড়া চুয়াডাঙ্গায় ই.পি.আর. ওয়ারলেস কেন্দ্রে ১ম বার্তাটি ধরা পড়ায় এই ইঙ্গিত বহন করে যে শেখ সাহেবের রেকর্ডকৃত বার্তাটি হয়তো ঢাকা ই.পি.আর ট্রান্সমিশন থেকেই শেষ পর্যন্ত কর্তব্যরত কর্মীরা পাঠাতে পেরেছিল- তাদের ওপর পাকিস্তানীরা হামলা করার পূর্ব মুহূর্তে।

শেখ সাহেবের প্রথম বার্তাটি আর একটি উৎস থেকেও চট্টগ্রামে উপনীত হয় ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রির পর। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রির পর ১-১০ মিনিটে (২৬শে মার্চ প্রথম প্রহর) চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী অফিসে একটি টেলিগ্রাম মেসেজ আসে টেলিপ্রিন্টারে। দৈনিক আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেখ তখন সেখানে উপস্থিত থাকা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর ও তার ছোটভাই মুসা সাদিক সহ উপস্থিত অনেককে ঢাকা থেকে তক্ষুনি আসা বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি দেখালেন। বার্তাটি ছিল আগে উল্লিখিত শেখ সাহেবের ১নং বার্তাটির অবিকল : ' This may be my last message, from today Bangladesh is independent. ' ইত্যাদি ইত্যাদি ..। (দৈনিক আজাদী, ২৬শে মার্চ, ১৯৭১)। সেখানে তখন উপস্থিত থাকা সাংবাদিক মুসা সাদিক তখনকার সেই অনুভূতিটি এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'সেটা পড়ে আমাদের শরীরে শিহরণ জাগলো, অনুভূতি হলো, হাজার বছরের বাঙালী আজ থেকে চিরদিনের জন্য স্বাধীন হয়ে গেল।' (২৫শে মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম মেসেজ আসে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী অফিসে, মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম (২য় সংস্করণ), মুসা সাদিক, ১৯৯৫, পৃ ২২-৩১)।

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বাংলাদেশে তখনকার ওয়ারলেস নেট-ওয়ার্ক সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়া যাক। সে সময় ঢাকার মগবাজারস্থ ওয়ারলেস স্টেশন থেকে বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যোগাযোগ করা যেত- ব্যবহার করা হত অতি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি (VHF)। একটি লিংক ছিল ঢাকা-চাঁদপুর-বেগমগঞ্জ-মীরসরাই-চট্টগ্রাম; ২য় লিংকটি ছিল ঢাকা-ফরিদপুর-ভাটিয়ারী পাড়া-খুলনা-মংলা; ঢাকা-শ্রীপুর-কিশোরগঞ্জ-হবিগঞ্জ ৩য় লিংক; একটি সাব লিংক ছিল কিশোরগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ-জামালপুর-গাইবান্ধা-রংপুর হয়ে বগুড়া পর্যন্ত। চট্টগ্রাম ও বরিশালের মধ্যে যোগাযোগ রাখা যেত মোবাইল বেজের মাধ্যমে (mobile base)। এখানে উল্লেখ্য যে তখন অতি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ১০০ কি.মি অর্থাৎ ৬০ মাইল দূরত্বে মেসেজ পাঠান যেত। তাই ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বার্তা পাঠাতে হলে মধ্যস্থান কোন একটি রিপিটার স্টেশন ব্যবহার করতে হত। এখানে উল্লেখ করা যায় যে সে সময় মোঃ আবদুল কাইউম ছিলেন মগবাজার স্টেশনে সহকারী প্রকৌশলী, আর চট্টগ্রামে সলিমপুর স্টেশনের সহকারী প্রকৌশলী ছিলেন গোলাম রব্বানী ডাকুয়া, যেখানে মগবাজার স্টেশন থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি গৃহীত হয়। এছাড়া ছিল ই.পি.আর'এর নিজস্ব ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক। চূড়ান্ত ক্র্যাক ডাউনের আগ পর্যন্ত যে ই.পি.আর স্টেশনটি বাঙালীদের দখলে ছিল এর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে- চুয়াডাঙ্গায় ই.পি.আর কেন্দ্রে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ১নং বার্তাটিই এর সাক্ষ্য।

ঢাকাতে পিলখানায় আক্রমণের প্রথম সংবাদও এই ওয়ারলেস কেন্দ্রের মারফতে দিনাজপুরের ই.পি.আর ওয়ারলেসে এসে পৌঁছায়, "ওয়ারলেস সেট অন করেই রাখা। এরই মধ্যে ২৫শে মার্চের দিবাগত রাতে পুলিশ লাইনের ওয়ারলেসের খবর আনলেন নায়েব সুবাদার কাওসার। খবরটা এই -- 'ঢাকায় গুলি চলছে, রাজারবাগ ধ্বংস ইত্যাদি'। ইপিআরের যে বাঙালী জোওয়ান ওয়ারলেসে কান পেতে থাকতো, ভোরের দিকে শুনলো যে, ঢাকার বাঙালী শেষ হয়ে গেল। যারা বাঙালী আছেন, যারা বাঁচতে বা বাঁচাতে চান অপেক্ষা করবেন না। ভাই ওই আসছে আর বোধ কথা বলা হবে না।" (মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর, কাফি সরকার, অংকুর প্রকাশন, ১৯৯৬, পৃ ২৮)। হয়তো এর মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণার কথাও ছিল যা গ্রহীতরা উত্তেজনায় ধরতে পারেনি। অথবা ঢাকায় ই.পি.আর ওয়ারলেসে তখনকার কর্মরত জোয়ানদের কাছে বঙ্গবন্ধুর ১ম বা ২য় মেসেজটি ছিল না। এর আগে অন্য কোন দল হয়তো ১ম বার্তাটি দ্রুত প্রেরণ করে সরে পড়ে অথবা ক্র্যাক ডাউনে মৃত্যু বরণ করে। ২য় মেসেজটি ই.পি.আর থেকে পাঠানোর কোন বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না- ততক্ষণে পিলখানার নিরস্ত্র বাঙালী ই.পি.আর রাহিনী বিদগ্ধ। (মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী, সুকুমার বিশ্বাস, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ ১১১-১১২)।

আমরা এবার আর একটি প্রশ্নের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখন আমরা সবাই জানি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকৃত ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীর জনসংযোগ অফিসার মেজব সিদ্দিক সালিকের লেখা (১৯৭৬) 'উইটনেস টু সারেভার' (আত্ম সমর্পণের সাক্ষ্য) গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঢাকাবাসীর ওপর প্রথম গুলি বর্ষণের সাথে সাথেই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ তখনও বঙ্গবন্ধু মুক্ত। সালিকের বক্তব্য সত্য হলে (মিথ্যা বলার কোন যৌক্তিক কারণ নেই), প্রশ্ন হল শেখ সাহেবের এই স্বকণ্ঠ ঘোষণা কোথেকে এল এবং কিভাবেই বা সম্প্রচারিত (transmitted) হল। সালিক নিজেই এর সমাধান দিতে চেয়েছেন-- তার

কাছে মনে হয়েছে ঘোষণাটি পূর্ব রেকর্ডকৃত এবং পাকিস্তান (ঢাকার) সরকারী রেডিও তরঙ্গের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যে প্রচারিত হয়েছে। জনাব সালেক এভাবে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন :

When the first shot had been fired the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through a wavelength close to that of official wavelength of Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like a pre-recorded message, The Sheikh Proclaimed East Pakistan as the Peoples Republic of Bangladesh. (Witness to Surrender, Siddiq Salik, 1976, p 75)

কিভাবে এই বাণীবদ্ধ ঘোষণাটি ট্রান্সমিটেড হল সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলতে চাই যে শুধু জনাব সালিকই একথা বলেন নি- অন্য সূত্র থেকেও এধরনের বক্তব্য এসেছে। ১৯৮৮ সালে সাংবাদিক মুসা সাদিক ঢাকায় ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডেব নায়ক লে. জেনারেল টিক্কা খানের (সে সময় পাঞ্জাবের গভর্নর) একটি সাক্ষাৎকার লাহোরে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে গণহত্যা তিনি শুরু করছিলেন একথা অস্বীকার করার প্রেক্ষিতে মুসা সাদিকের 'কেন তাহলে শেখ সাহেবকে ২৬শে মার্চ (১৯৭১) গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হল', এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে টিক্কা খান জবাবে উর্দুতে বলেছিলেন (বাংলা তর্জমা), "আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি-ব্রান্ড- রেডিও এনে বললো 'স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন। আমি নিজে রেডিওতে একটি বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে শেখ সাহেবের স্বাধীনতার ঘোষণা (Independence কা এলান) দিতে শুনলাম, যা দেশদ্রোহিতার সামিল। আর শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভাল করেই চিনতাম। সেক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আমার কোন বিকল্প ছিল না (And I had no option but to arrest him)। (মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম (২য় সংস্করণ), মুসা সাদিক, ১৯৯৫, পৃ ৩৫)।

আর একটি সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব মঞ্জুরুল করিমের বক্তব্য থেকে (১৯৭১ সালে নোয়াখালির ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট ছিলেন) যে তিনি ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ঢাকায় শেখ মুজিবের কণ্ঠে এক বেতার ফ্রিকোয়েন্সিতে স্বাধীনতার উক্ত ঘোষণা শুনেছেন। একথা তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সমন্বয়কারী ও গবেষক কর্নেল (অব) শামসুল আরেফিন এবং মুসা সাদিকের সাথে পৃথক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন। (মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম (২য় সংস্করণ), মুসা সাদিক, ১৯৯৫, পৃ ৩৬)।

তিনটি উৎসের বক্তব্যই মিথ্যে হবে -- এটি মানা শক্ত। তিনটি সম্ভাব্য উপায়ে বঙ্গবন্ধুর পূর্ব-বাণীবদ্ধ ঘোষণাটি প্রচারিত হতে পারে :

- ১। কোন গোপন স্বল্প শক্তিবিশিষ্ট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে। (সেটা দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ থেকেও হতে পারে।)
- ২। তদানীন্তন ই.পি.আর অথবা অন্য ওয়ারলেস স্টেশনের মাধ্যমে।
- ৩। 'টি এন্ড টি'র বিভিন্ন ধরনের গোপাযোগ সিস্টেম ব্যবহার করে (টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলেক্স ইত্যাদি)
- ৪। রেলওয়ের নিজস্ব টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবহার করে।

আমাদের আলোচনায় নীচের তিনটি মাধ্যমের ব্যবহারের নমুনা দেখানো হয়েছে। এখন প্রথমটির সম্ভাব্যতা যাচাই করা যাক। বাণীবদ্ধ ঘোষণাটি প্রচারে যে সরাসরি ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয়েছে তার তিনটি সাক্ষ্য আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এই সাক্ষ্য থেকে মনে হচ্ছে যে সম্প্রচারে মিডিয়াম ব্যান্ডের অথবা শর্ট ওয়েভের (এটার সম্ভাবনাই বেশী) কোন একটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়েছে যা ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি। বঙ্গবন্ধু বারবার তাঁর সহযোগীদের আশ্বস্ত করেছেন যে স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন, কিন্তু কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন আগাগোড়া। এমনকি স্বাধীনতার পরও গোপন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করেন নি। বঙ্গবন্ধু শুধু এটুকু প্রচার করেছিলেন যে স্বাধীনতার বাণীটি ওয়ারলেসের মাধ্যমে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করার আগে চট্টগ্রামে জহুর আহমেদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এটি তো এখন দিবালোকের মত সত্য যে তাঁর ব্যবস্থপনাতেই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার বার্তাটি পৌঁছেছিল- যা আমরা ইতিমধ্যেই বিধৃত করেছি। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, এম. আর. সিদ্দিকী, এম. এ. হান্নান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণা দুটি হ্যাডবিল, চট্টগ্রামস্থ ওয়ারলেস ব্যবস্থা এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার ব্যবহার করে কিভাবে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে সম্প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা এখন দেশবাসীর জানা। কৌতুহলী

পাঠক বিস্তৃত তথ্যের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্রের ১৫তম খণ্ডে (পুরাতন সংস্করণ) অন্তর্ভুক্ত জনাব সিদ্দিকী ও এম. এ. হান্নানের সাক্ষাৎকার দুটি দেখতে পারেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র ১৫তম খণ্ড, ১৯৮৫, এম.আর. সিদ্দিকী, পৃ ১৮১-১৮৭, এম. এ. হান্নান, পৃ ১৮৮-১৯১)। বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঘোষণাটি চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম. এ. হান্নান ২৬শে মার্চ দুপুর ২টা থেকে ২-৩০'র মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে ৮৭০ কিলোহার্জ ফ্রিকুয়েন্সিতে কতিপয় বেতার কর্মীর সহায়তায় প্রচার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঘোষণাটি পুনরায় কিভাবে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জনাব হান্নান পুনঃপ্রচার করেছিলেন তা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনাব বেলাল মোহাম্মদের ভাষায় উল্লেখ করিঃ

ঠিক সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে (২৬শে মার্চ) আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল : স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। ... অধিবেশন চলাকালে ... স্টুডিওর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত ডাক্তার আবু জাফর। অন্যজন এম এ হান্নান। বলেছিলেন - আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করবো। (জনাব বেলাল শর্ত দিয়েছিলেন যে যেহেতু কেন্দ্রটি গুপ্ত এবং যাতে এর অবস্থান শত্রুপক্ষ জানতে না পারে সেজন্য জনাব হান্নান নিজের নাম ঘোষণা না করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করতে।)

এম. এ. হান্নান মেনে নিয়েছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। বেতারে নিজের কণ্ঠে দ্বিতীয় বার। (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ ৩৩)

ট্রান্সমিটার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। অনেকের ধারণা যে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক নুরুল উলার তৈরী করা ট্রান্সমিটার (শর্ট ওয়েভ) ব্যবহার করে নিজ বাসভবন থেকে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতার কারণে ৩২নং এ ট্রান্সমিটার বসানো ও ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। অধ্যাপক নুরুল উলার নিজের ভাষাতেই 'নয়দিন কাজের পর শেষ হল আমাদের ট্রান্সমিটার। ... যাহোক পরবর্তী সময়ে এটি ব্যবহারে আসেনি।'

আমরা এ প্রসঙ্গে এখানে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের সঙ্গী জনাব হাজী গোলাম মোর্শেদের একটি বক্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

২৫শে মার্চ '৭১ এর মধ্য রাতের দিকে একটি টেলিফোন আসল। গোলাম মোর্শেদ টেলিফোন ধরলেন। টেলিফোনকারী বঙ্গবন্ধুকে চাইলেন। গোলাম, মোর্শেদ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। টেলিফোনকারী বলেন যে 'বঙ্গবন্ধুকে বলুন আমি সেই লোক যাকে বঙ্গবন্ধু তার একটি বাণী পাঠানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গোলাম মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে জানালেন সেকথা। বঙ্গবন্ধু নিজে টেলিফোন না ধরে গোলাম মোর্শেদকে বলেন টেলিফোনকারীর কাছ থেকে সর্বশেষ খবর জেনে নিতে। গোলাম মোর্শেদ টেলিফোনকারীকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ জানালে উত্তরে তিনি জানান- 'বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচার করা হয়ে গেছে এবং ট্রান্সমিটার দিয়ে তিনি এখন কি করবেন তা জানতে চান। মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে এসে একথা জানান। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনকারীকে ট্রান্সমিটারটি নষ্ট করে পালিয়ে যেতে বলেন। মোর্শেদ টেলিফোনকারীকে বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। (দৈনিক রূপালী ২৮-১১-৯১ এর সংখ্যায় জনাব মইনউদ্দীনের আলোচনা; আরও দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক জনতা, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৯৯০)।

এই 'ট্রান্সমিটার' বলতে জনাব মোর্শেদ ঠিক কি বুঝিয়েছেন ধারণা করা শক্ত। অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন যে অজ্ঞাত নামা টেলিফোনকারী জানিয়েছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি 'ওয়ারলেস' মারফৎ পাঠান হয়েছে; তিনি জানতে চেয়েছিলেন 'এখন মেশিন নিয়ে কি করবো?' বঙ্গবন্ধু গোলাম মোর্শেদের মারফৎ নির্দেশ দিয়েছিলে ওটি ফেলে পালিয়ে যেতে।

আমার নিজস্ব ধারণা ঐ মেশিনটি বা হয়তো স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন সত্যিকার 'ট্রান্সমিটার' ছিল। কীভাবে এটি সংগৃহীত হয়েছিল সে রহস্য আজও ভেদ হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। অন্য সম্ভাবনা যন্ত্রটি হয়তো ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণীবদ্ধ টেপসহ একটি উচ্চমানের টেপ-রেকর্ড প্রেয়ার। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি খুব সম্ভব একজন কৃৎকৌশলী (ই.পি.আর'এর হতে পারেন) এবং তিনি ই.পি.আর অথবা ঢাকাস্থ অন্য কোন (অথবা দুটিই) ওয়ারলেস ডিভাইসে টেপ-রেকর্ড প্রেয়ার' চালিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠ স্বাধীনতার ঘোষণাটি ট্রান্সমিট করতে সফল হয়েছিলেন- যা মধ্যরাতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে। এই রেকর্ডকৃত বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠ ঘোষণাটিই জেনারেল টিক্কা খান, সিদ্দিক সালেহ ও জনাব মঞ্জুরুল করিম তাদের স্ব স্ব রেডিওতে শুনেছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে নিরাপত্তা ও কঠিন গোপনীয়তার স্বার্থে বঙ্গবন্ধু একবারও টেলিফোনকারীর সাথে সরাসরি কথা বলেন নি এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিটিও একবারও ভুলে নিজের পরিচয় দেন নি। শুধু অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সাফল্যে ক্ষণিকের জন্য হলেও সেই পঁচিশের কাল রাত্রিতেও বঙ্গবন্ধু আনন্দ

বিহ্বল হয়ে ক্রন্দন রত গোলাম মোর্শেদ ও সেখানে অবস্থানকারী জনাব তবিরুর রহমানকে স্বাত্বনা দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমার ভয় কি? আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছি। তোমরা যুদ্ধে নেমে পড়ো। বাঙালী জাতি আজ থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। বাঙালী জাতির শৃঙ্খল টুটে গেছে, আমার স্বপ্ন সাধ পূরণ হয়ে গেছে। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই।"

এই বাণীটিই চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ওয়ারলেস কেন্দ্রে গৃহীত হয়ে নন্দনকানন স্টেশনে প্রেরিত হয় যেখান থেকে সারা দেশে প্রচারিত হয়— একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বঙ্গবন্ধুর ২য় বার্তাটি যেখানে পিলখানা ও পুলিশ লাইন আক্রান্ত হওয়ার কথা রয়েছে মগবাজারস্থ ওয়ারলেস কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামস্থ সলিমপুর কোষ্টাল স্টেশনে ধরা পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই শেষোক্ত বাণীটি বঙ্গবন্ধু কি ভাবে ওয়ারলেস স্টেশনে পৌঁছালেন? সর্বশেষ অবস্থা জানার পরপরই শেখ সাহেব অতি দ্রুত ২য় বার্তাটি তৈরী করেন, প্রথমত আগে থেকে ব্যবস্থা করা সেন্ট্রাল 'টি এন্ড টি' অপিসের এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র পাঠাতে যা বিশ্বস্ততার সাথে প্রেরিত হয়েছিল 'টি এন্ড টি' যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন ঐ বিভীষিকাময় রাতেও লোক মারফৎ মেসেজটি পাঠিয়ে মগবাজারস্থ ওয়ারলেস স্টেশনের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে। বঙ্গবন্ধুর মত দূরদর্শী, অসম সাহসী ও রোমান্টিক মানুষের পক্ষেই ত্রাণ লগ্নে এধরণের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ স্থির চিন্তে নিতে পারেন। আর এজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠতম বাঙালীর একজন। আমরা অতি সাধারণেরা কেবল অসম্ভবতার প্রশ্ন তুলতে পারি, প্রশ্ন তুলতে পারি বাস্তব পরিস্থিতির কথা, যারা দুর্যোগ মুহূর্তে কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে টেবিলে বসে তত্ত্বগত বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকি কি হতে পারে আর কি হতে পারে না।

মগবাজারস্থ ওয়ারলেস কেন্দ্র থেকে ঐ ভয়ঙ্কর রাতে কিভাবে বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ বার্তাটি সম্প্রচারিত হল। এই কেন্দ্রের দুজন কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর ২য় বার্তাটি প্রেরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেনঃ ১. জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, তৎকালে সহকারী প্রকৌশলী (মগবাজার ভি.এইচ.এফ স্টেশন), বর্তমানে কাস্টমস অফিসের কর্মকর্তা, ২. জনাব মেজবাহ উদ্দিন, তৎকালে ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার (মগবাজার ভি.এইচ.এফ স্টেশন), বর্তমানে কোন এক বেসরকারী জাহাজে কর্মরত (১৯৯৯)। তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে শেখ সাহেবের ২য় স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি লিখিত ঘোষণা ব্যক্তি মারফৎ মগবাজার স্টেশনে ২৬শে মার্চ ভোর ৪-৫টার মধ্যে পৌঁছে। তাঁরা দুজনে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চট্টগ্রামে সলিমপুরসহ দেশের বিভিন্ন ওয়ারলেস স্টেশনে পৌঁছে দেন স্বাধীনতার বার্তাটি। এই লিখিত বাণীটি স্টেশনের লগবুকে যথাযথভাবে এন্ট্রি করা হয়েছিল- পরে এপ্রিল মাসে (১৯৭১) টি এন্ড টি'র তৎকালীন অবাঙালী পরিচালক ও বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার লগবুক ও রেজিস্ট্রি খাতাসহ সকল কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। বার্তাটি প্রেরণ প্রসঙ্গে জনাব আবদুল কাইয়ুমের স্মৃতিচারণঃ

সুবেহ সাদিকের সময় (২৬শে মার্চ)। অপারেটর অফিসরুমে ফেলে আসা তাঁর চাদর আনতে গিয়ে দেখে, সাদা ফুলক্ষেপ কাগজ হাতে একটা লোক (দাঁড়িয়ে)। কাগজটা নিয়ে অপারেটর এল আমার কাছে। বললো, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় এটা পাঠান যাবে কি না? লোকটা কে তা দেখার জন্য মেসেজটা হাতে নিয়ে অপারেটরের সঙ্গে অফিসে গেলাম আমি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মেসেজটা নিয়ে আসা লোকটিকে অফিসে এসে আর দেখা গেল না। তবে মেসেজটা অপারেটরকে দেওয়ার সময় বলেছিল, 'এটা বঙ্গবন্ধুর মেসেজ, এটা আওয়ামী লীগ অফিসসহ দেশের সর্বত্র পৌঁছাতে হবে। (সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মুহাম্মদ শামসুল হক, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গি এবং ...', শৈলী প্রকাশন, ১৯৯৯)।

২৫শে মার্চ রাত এগারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এক দুঃসহ সময়ের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তখনকার মুহূর্তগুলি বর্ণনা করেছেন বেশ ক'জন বিদেশী সাংবাদিক। রবার্ট পেইন তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে এই মুহূর্তগুলি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

'মাঝ রাত্তি তিনি বুঝতে পারলেন যে ঘটনা প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে; তাঁর টেলিফোন অবিরাম বেজে চলছে, কামানের গোলায় অওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। ... পূর্বপাকিস্তান রাইফেলের ব্যারাকণ্ডলে এবং রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রান্ত হয়েছে। ... সে রাতেই ২৫শে মার্চ তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতার যোগে পাঠাবার জন্য তিনি টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জট্টক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন। বাণীটি নিম্নরূপঃ 'The Pakistan Army has attacked police lines at Rajarbagh ... etc. etc. Gather strength to resist and prepare for independence'।

লন্ডনস্থ 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'র প্রতিবেদক সাইমন ড্রিং ২৫শে মার্চে পাক সেনাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলেনঃ '... সেনাবাহিনীর একটি কলাম ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে শহরে প্রবেশ করছে। কি ঘটছে? ... সৈন্য চলাচলের খবর দিয়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে ফোন করলাম শেখ মুজিবের বাসায়। তিনি জানালেন, বোধহয় ওরা আমাদের ধরতে আসছে। বললাম আপনি

আত্মগোপন করছেন না কেন ? স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে তিনি বললেন, আমাকে খুঁজে না পেলে ওরা সারা শহর জ্বালিয়ে দেবে । .. মুজিবের এক প্রতিবেশী পরে জানান, রাত ১টা ১০ মিনিটে ট্যাক্স, সাজোয়া গাড়ি, এবং ট্রাক বোঝাই সৈন্যরা গুলি করতে করতে মুজিবের বাড়ির দিকে এগুতে থাকে ।’ (ডেইলি টেলিগ্রাফ, ৩১শে মার্চ (?), ১৯৭১) ।

‘নিউজ উইকে’র প্রতিবেদক লোরেন জেনকিন্স (৫ই এপ্রিল, ১৯৭১) লিখেছিলেন, ‘ ... a clandestine radio in Dacca identifying itself as the voice of Independent Bangladesh, proclaimed that Mujib was still safe. ... The people of Bangladesh will shed more blood When Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangladesh ... Some critics declared that he was merely yielding to the pressure of his extreme supporters, And Mujib’s emergence as the embattled leader of a new Bengali Nation is the logical outcome of a lifetime spent fighting for Bengali Nationalism.’

আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনায় আমরা হয়তো পাঠকদের বোঝাতে পেরেছি- কি পরিস্থিতিতে এবং কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের সেই ত্রাস্তি লগ্নে এবং দুর্যোগ মুহূর্তে জাতীয় নেতার মতই সঠিক সিদ্ধান্তটি বঙ্গবন্ধু নিতে পেরেছিলেন তার নাম ‘বাংলার স্বাধীনতা, বাঙালীর স্বাধীনতা’ ।*

©mukto-mona.com

* লেখক বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট এবং মুক্তিযোদ্ধা